দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

39

ইউনেস্কোর ভূমিকা আরো শক্তিশালী করার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ইউনেস্কোর ভূমিকাকে সমুন্নত রাখা এবং এই সংস্থাকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

ইউনেস্কোর ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আণবিক শক্তিকেন্দ্র মিলনায়তনে সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি। সমিতির সভাপতি ডঃ ইন্নাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক।

'ইউনেস্কোর চল্লিশ বছর : একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ভূমিকা ও তৎপরতার উপর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর কবীর চৌধুরী, প্রফেসর মফিজুদ্দিন আহমদ, ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন ও প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ। প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনায় অংশ নেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মুজাফফর আহমদ, ডঃ মনিরুজ্জামান ও ডঃ মোহতাসিম হোসেন।

সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে প্রফেসর শামসুল হক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ইউনেস্কোর ভূমিকা ও সাফল্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এমন একটি ক্ষেত্রে ইউনেস্কো তার ভূমিকা পালন করছে, যেখানে শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থবহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। শান্তির লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল ইউনেস্কো। তিনি বলেন, ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক কিছু সংকট আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিঘ্নিত করছে।

সেমিনারে স্বাগত ভাষণে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল সৈয়দ আহমদ হোসেন বলেন, ইউনেস্কো তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থরক্ষার উদ্যোগ নেয়ায় ধনী দেশগুলো এই সংস্থার বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই দেশগুলির জনগণ ইউনেস্কোর বিরুদ্ধে নয়।

সেমিনারে সভাপতির ভাষণে ডঃ ইন্নাস আলী বলেন, ইউনেস্কো তৃতীয় বিশ্বকে সচেতন করতে পেরেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে যে সচেতনতা আজ এসেছে, তার কৃতিত্ব পুরোপুরি ইউনেস্কোর। এই সংস্থার ব্যর্থতা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু সাফল্যের পরিমাণও কম নয়।